সরকারী রেলপথ
পরিদর্শন অধিদপ্তর

সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর হলো রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর (Attached Department)। ১৮৯০ ইং সালের রেলওয়ে এ্যাক্ট (ACT IX OF 1890) এর মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে সরকারী রেল পরিদর্শক (GIBR) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্র্যাক ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় মেরামত, ঘাটতি পূরণ এবং অনিয়ম সংশোধনের নিমিত্ত রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক করণীয় সম্পর্কে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। যে সমস্ত বিষয় রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়, তা মন্ত্রণালয় হতে করা হয়। রেলপথ বিভাগের সংস্থাপন – ২ শাখার প্রজ্ঞাপন নং-ই-২/বিবিধ-৭/৮৯-৮৫ তারিখ ১৪-১১-৯৬ বাং/ ২৬-০২-৯০ ইং অনুযায়ী বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচী এবং সাধারন পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ রেলপথ পরিদর্শনকরণ ছাড়াও আকস্মিকভাবে রেলওয়ে ট্র্যাক, ট্রেন ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন ও স্থাপনাদি পরিদর্শন করতে হয়। তাছাড়া অতি উল্লেখযোগ্য ট্রেন দুর্ঘটনাসমূহের তদন্ত ও পরিচালনা করতে হয়।

সরকারী রেল পরিদর্শক অধিপ্তরের জনবল নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	ঘাটতি
১।	১ম শ্রেণী	২ টি	২ জন	নাই
২।	২য় শ্রেণী	নাই	নাই	নাই
৩।	৩য় শ্রেণী	৫ টি	৩ জন	২ জন
৪।	৪র্থ শ্রেণী	২ টি	১ জন	১ জন
		মোট ৯টি	৬ জন	৩ জন

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের সর্বমোট বাজেট ছিল ২৯,১৯,০০০/- টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩,২৬,০০০/- টাকা। এই অধিদপ্তরের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কোন প্রকল্প নাই।

সরকারী রেল পরিদর্শক-এর কর্মকাণ্ডের পরিধি ঃ

(১) বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ।
(২) যাত্রীবাহী ট্রেনের দুর্ঘটনায় ট্রেনের কোন ব্যক্তি নিহত অথবা গুরুতরভাবে আহত হলে অথবা আনুমানিক ২,০০,০০০/- (দুই) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকার সম্পদ বিনষ্ট হলে তা তদন্ত করা।
(৩) নবনির্মিত কোন রেল লাইন যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের নিমিত্তে চালুকরণের উপযোগী কিনা সেজন্য তা পরিদর্শন করা এবং সরকার-এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
(৪) বাংলাদেশ রেল প্রশাসনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষরকরণ।
(৫) নতুন রেল লাইন নির্মাণকালে মঞ্জুরীকৃত প্রাক্কলন মোতাবেক সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে পরিদর্শন করা।

(৬) রেল লাইন চালুকরণের পূর্বে সকল কাজ সমাপনী নকশা ও সিডিউল মোতাবেক সম্পাদিত হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

(৭) নিম্নেউল্লেখিত কাজ চালুকরণের পূর্বে প্রচলিত বিধি মোতাবেক পরীক্ষার পর সরকারী রেল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান ।

(১.১) রেলওয়ে সাইডিং, গুডস সাইডিং, মিলিটারী সাইডিং, প্রাইভেট মিল সাইডিং, সেলুন সাইডিং, পেট্রোল সাইডিং, ইরিগেশন সাইডিং ও স্লিপ সাইডিং স্থাপন।

(১.২) বড় সেতু নির্মাণ।

(১.৩) কালভার্ট, আরসিসি পাইপ সেতু, ওপেন টপ কালভার্টস, পাইপ সেতুসহ ৪০´-০´´ গার্ডার পর্যন্ত ছোট সেতু নির্মাণ।

(১.৪) সেতুসমূহ পরীক্ষা করা।

(১.৫) রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ট্রেনের গতিবেগ নির্ধারণ/বৃদ্ধিকরণ।

(১.৬) ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (সাইট প্ল্যান)।

(১.৭) সেতুর উপর /নীচ দিয়া রাস্তা নির্মাণ।

(১.৮) সেতু উঁচু করা।

(১.৯) সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।

(১.১০) জরুরী পরিস্থিতিতে যেমন বন্যা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।

(১.১১) সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন সেতু নির্মাণের নিমিত্তে অস্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন।

(১.১২) "সি" শ্রেণীর আনম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

(১.১৩) "সি" শ্রেণীর ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

(১.১৪) নতুন "এ" ও "বি" এবং "বিশেষ" শ্রেণীর লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

(১.১৫) লেভেল ক্রসিং গেইটের শ্রেনী উন্নীতকরণ/অবনতি করা।

(১.১৬) প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে " আশ্রয়স্থল" স্থাপন।

(১.১৭) রেল লেভেল ও অন্যান্য নীচু লেভেলের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন অথবা উচ্চ লেভেলে উন্নীত করা।

(১.১৮) রেল লাইনের নীচ দিয়া পানির পাইপ লাইন অতিক্রম করা।

(১.১৯) রেল লাইনের নীচ দিয়া টেলিফোন ক্যাবল অতিক্রম করা।

(১.২০) রেল লাইনের নীচ দিয়া গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করা।

(১.২১) রেল সেতুর পার্শ্বে এবং নীচ দিয়া গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করা।

(১.২২) ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ ইলেকট্রিক ক্যাবল ও তারের রেল লাইন অতিক্রম করার আবেদন।

(১.২৩) রেল লাইনের নীচ দিয়া পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের পাইপ লাইন অতিক্রমের আবেদন।

(১.২৪) নদীর কূল ভাঙ্গনের দরুন এবং সেতুর উপর রেল লাইন উঁচু করা।

(১.২৫) রেল লাইনের গ্রেড পরিবর্তন ।

(১.২৬) রেল লাইনের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন ।

(১.২৭) স্টেশন ইয়ার্ডের সংযুক্তি ও পরিবর্তন ।

(১.২৮) রেলওয়ে ইয়ার্ড রি-মডেলিং ।

(১.২৯) স্টেশন চালু ও বন্ধ করা।

(১.৩০) স্টেশনের শ্রেণী পরিবর্তন করা।

(১.৩১) বিদ্যমান সংকেত ব্যবস্থার সংযোগ/পরিবর্তন এবং রেলওয়েতে নতুন সংকেত ব্যবস্থা চালু করা।

(১.৩২) স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-১ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।

(১.৩৩) স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-২ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।

(১.৩৪) স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-৩ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।

(১.৩৫) রেলওয়েতে অটোমেটিক ব্লক সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(১.৩৬) রেলওয়ের সিগনাল লাইন ও ডবল লাইনে নতুন ধরনের ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তন ।

(১.৩৭) রেলওয়েতে এ্যাকসেল কাউন্টার প্রবর্তন।
(১.৩৮) স্টেশন ও গেইট সিগনালের সংগে লেভেল ক্রসিং গেইট ইন্টারলকিং।
(১.৩৯) রেলওয়ের জেনারেল রুলস, রুলস ফর ওপেনিং অফ এ রেলওয়ে, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল, সিডিউল অফ ডাইমেনশন এবং লেভেল ক্রসিং-এর স্পেসিফিকেশন সংশোধন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ।
(১.৪০) স্টেশন কার্যবিধি অনুমোদন।
(১.৪১) স্টেশন কার্যবিধির শুদ্ধিপত্র বিশ্লেষণ।
(১.৪২) অস্থায়ী কার্য পরিদর্শন এবং অনুমোদন।

(৮) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করণ।

সরকারী রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক লাকসাম চিনকি আস্তানা ডাবল লাইন সেকশনের ব্রীজ নাম্বার ১৮১-এর Card Deflection Test কার্যক্রম পরিদর্শন (২০১৫)।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সরকারী রেল পরিদর্শক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

৮২.৫২ কিলোমিটার রেলপথ বার্ষিক পরিদর্শন, ৩১০.২৪ কিলোমিটার রেলপথ সাধারণ পরিদর্শন, ৬০.৭৮ কিলোমিটার বিশেষ পরিদর্শন ও ২টি ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

(ক) ২টি মেজর ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত সম্পাদন করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।

(খ) ১টি বার্ষিক, ৫টি সাধারণ, ১টি বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবরে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম স্টেশন রি-মডেলিং সম্পর্কিত ১টি ও অন্যান্য ৩টি স্থাপনা/সিগনালিং সিস্টেম পরিদর্শন করা হয়েছে যার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ১০২টি সরকারী অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সরকারী রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক ঈশ্বরদী-জামতৈল সেকশনের ব্রীজ নাম্বার ২৭ পরিদর্শন (২০১৫)

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পরিবেশবান্ধব, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহণ খুবই জনপ্রিয় এবং কার্যকর পরিবহণ মাধ্যম। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল জনবহুল রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের সুযোগ থাকায় রেলপথের গুরুত্ব বহুগুণ বেশী। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে 'রূপকল্প-২০২১' এবং ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় রেলওয়েকে মূল-পরিবহণের মাধ্যমসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াত সহজ হবে ও পরিবহণ ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের আরো সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ জনসাধারণের অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত দেশের একটি মুখ্য পরিবহণ সংস্থা। বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে মোট ২৮৬৪৩ জন নিয়মিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত আছেন। দেশের এক প্রান্তকে অন্য প্রান্তের সাথে সংযোজন করার জন্য রেলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল পরিবহণ ব্যবস্থা, তাই রেলপথের সার্বিক উন্নতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে গঠন করা হলেও বাংলাদেশে রেল পরিবহণের ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পর বাংলাদেশের রেলওয়ে খাত বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এদেশে প্রথম রেলওয়ের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। তারপর ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মাধ্যমে ১৮৭১ সালে এই রেললাইন গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে তৎকালীন রেলওয়ে পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড এর অধীনে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই বিচ্ছিন্ন এলাকায় দুটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান রেলওয়ের বোর্ড বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে একটি বোর্ড এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বোর্ড গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তিন সদস্যের রেলওয়ে বোর্ড চট্টগ্রামে দফতর স্থাপন করে এবং ঢাকায় একটি নবগঠিত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে রেলওয়ের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। সে সময় রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান রেলওয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এবং একইসাথে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭৩ সালে বোর্ডের কার্যক্রম বিলুপ্ত করে একে যোগাযোগ মন্ত্রণালরে সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং এর কার্যক্রম একজন জেনারেল ম্যানেজার এর অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭৬ সালে রেলওয়ের পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে 'রেলপথ বিভাগ' গঠন করা হয়। উক্ত রেলপথ বিভাগের সচিব ডিজি-কাম সেক্রেটারী হিসেবে জুলাই ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের অথরিটি (বিআরএ)' গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিআরএ কার্যকর থাকেনি। তবে ১৯৯৬-২০০৩ সময়কালে এডিবি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরপর থেকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সড়ক বিভাগ' ও 'রেলপথ বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে ও নিরাপদে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। ট্রান্স এশিয়ান রেল-রুট, সার্ক রুট, বিমসটেক রুটসহ ট্রানজিট রুটসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং একে সম্প্রসারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে দুই মহাব্যবস্থাপকের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম দুই জোনে বিভক্ত। দুই জোনের মহাব্যবস্থাপককে সহায়তা করেন বিভিন্ন বিশেষায়িত দপ্তর, যারা কার্য পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল থাকেন। প্রত্যেক জোন আবার দুইটি প্রধান কার্যপরিচালনা বিভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলো বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক (DRM) এর অধীনে পরিচালিত হয় এবং সংস্থাপন, পরিবহণ, বাণিজ্যিক, আর্থিক, যান্ত্রিক, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস্, সংকেত ও টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক, চিকিৎসা নিরাপত্তা বাহিনীর মত বিভিন্ন বিশেষায়িত দপ্তরে বিভাগীয় কর্মকর্তারা তাকে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়াও দুইজন বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (Divisional Superintendent) এর অধীনে পূর্বাঞ্চলের পাহাড়তলী ও পশ্চিমাঞ্চলের সৈয়দপুর কারখানা (Workshop) আছে। অধিকন্তু ব্রডগেজ ও মিটারগেজ লোকোমোটিভের জেনারেল ওভারহলিং-এর জন্য পার্বতীপুরে চীফ এক্সিকিউটিভের নিয়ন্ত্রণে একটি লোকোমোটিভ কারখানা ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে তা চালু আছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে রেক্টরের অধীনে রেলওয়ের ট্রেনিং একাডেমী (RTA), প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তার অধীনে পরিকল্পনা কোষ (Planning Cell), প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের অধীনে সরঞ্জাম শাখা (Stores Department), দুই জোনের হিসাব ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরামর্শের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এর অধীনে হিসাব বিভাগ (Accounts Department) আছে।

কালের দীর্ঘ পরিক্রমা ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭ কিলোমিটার রেললাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব স্থানকেই সংযুক্ত করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই নেটওয়ার্ক তৈরী শত বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফসল। এ জন্য আমাদেরকে ১৮৬২ সালে ১৫ নভেম্বর ফিরে যেতে হবে। যখন দর্শনা হতে জগতি পর্যন্ত লাইনে সর্বপ্রথম ৫৩.১১ কিঃমিঃ ব্রড গেজ রেলপথ সংযোজন করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে আরো এলাকা সংযোগ করার জন্য এই রেলপথগুলো সম্প্রসারিত ও নতুন স্টেশন স্থাপিত হতে থাকে। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তৎকালীন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক রেলওয়ে গৃহীত হয়। সে সময় ১৮৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি মিটার গেজ লাইনে দুটি সেকশন চালু হয়, যার একটি হল ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১৪৯.৮৯ কিঃ মিঃ রেলপথ এবং অন্যটি লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনে ৫০.৮৯ কিঃ কিঃ রেলপথ।

ইংল্যান্ডের রেলওয়ে কোম্পানী উনিশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ সময়ে এই সমস্ত লাইনগুলো স্থাপন ও পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক স্বার্থই তাদের এই লাইনগুলো পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরে যখন বিভিন্ন সেকশন পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন ভারতের ব্রিটিশ সরকার তাদের কৌশলগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এগুলোর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করে। তাই সরকারও রেলপথের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

১৯৪২ সালে ১লা জানুয়ারিতে 'বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ে' নাম নিয়ে 'আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে', ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে বিভক্ত হয় এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই অংশের প্রায় ২,৬০৩.৯২ কিঃ মিঃ রেলপথ পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় পড়ে। এরপর ১৯৬১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে' পাকিস্তান রেলওয়ে নামে আবির্ভূত হয়। এরপর ১৯৬২ সালে পাকিস্তান রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে চলে যায় এবং রাষ্ট্রপতির ৯ই জুন, ১৯৬২নং আদেশের বলে ১৯৬২-১৯৬৩ অর্থ বছরে রেলওয়ে বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় চলে যায়।

উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহ ঃ

তাছাড়া রেলওয়ের উন্নয়নে বর্তমানে ৪৮টি প্রকল্প চলমান আছে, যার মধ্যে ৪৩টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, কমিউটার ট্রেন, লোকোমোটিভ ওয়াগন সংগ্রহ, নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম রেল পরিবহণ সেবার মানোন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক' সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) এবং রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নসহ রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ লক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলপথে পূর্বাঞ্চলে ২২৭টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ২৩৯টি স্টেশনসহ মোট ৪৫৮টি স্টেশন রয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলে ৬৫৯.৩৩ কিঃ মিঃ ব্রডগেজ (১৬৭৬ কিঃ মিঃ) ও পশ্চিমাঞ্চলে ৫৩৪.৬৭ কিঃ মিঃ মিটারগেজ (১০০০ মিমি) অর্থাৎ সারাদেশে মোট ২৮৭৭.১০ কিঃ মিঃ রেলপথ রয়েছে। ২৮২টি লোকোমোটিভ, ১৪৮৯টি যাত্রীবাহী কোচ এবং ৯০০৫টি ফ্রেইট ওয়াগন রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

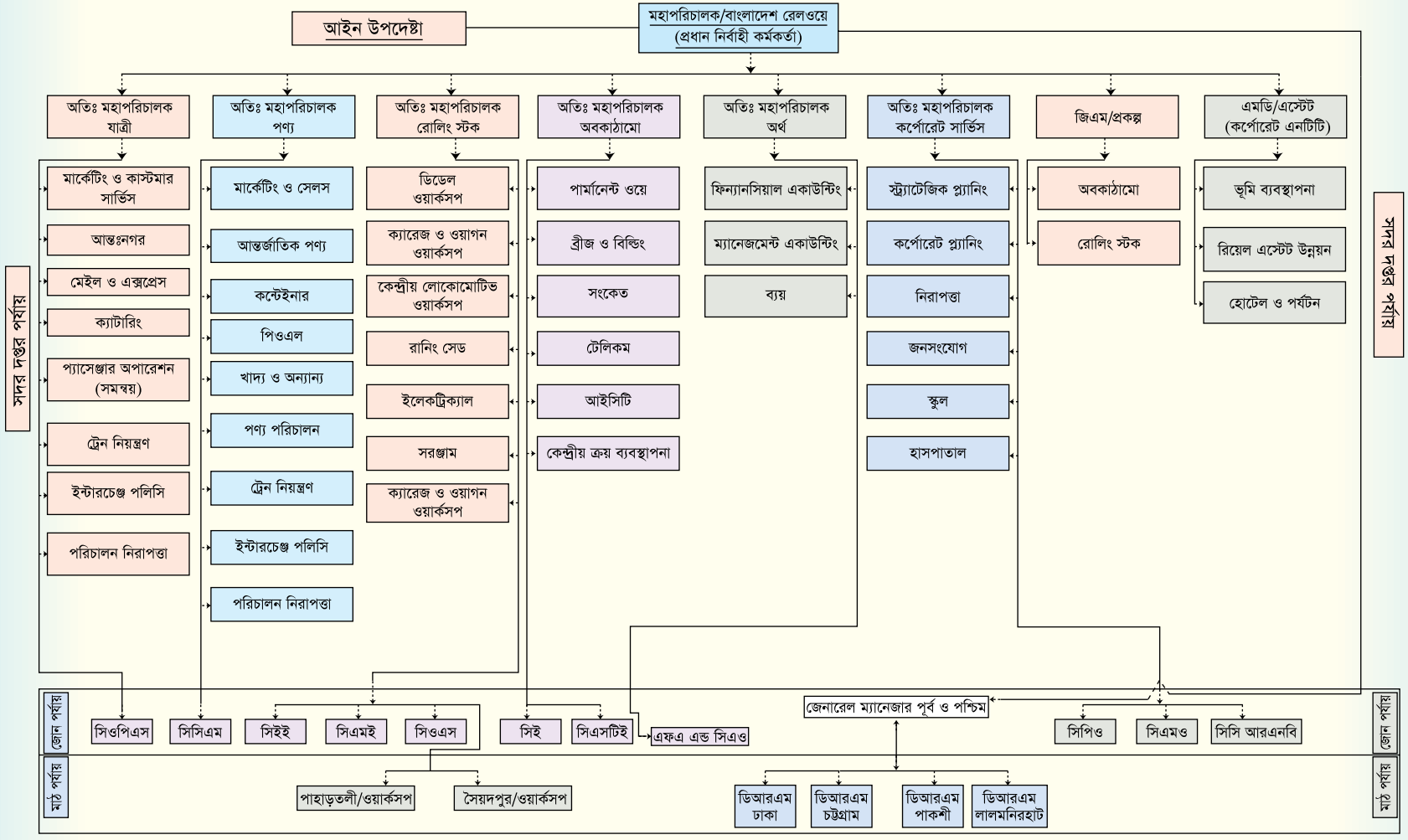

বাংলাদেশ রেলওয়ে
সিটিজেন চার্টার

বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সিটিজেন চার্টার

ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সমস্ত সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সেবা প্রদান করে।
- এছাড়াও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সেবা প্রদান করে।

খ) যেভাবে সেবা প্রদান করে ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী পরিবহণের জন্য আন্তঃনগর, মেইল/এক্সপ্রেস, কমিউটার ও লোকাল ইত্যাদি ধরনের ট্রেন পরিচালনা করে। এছাড়া চাহিদা সাপেক্ষে মিলিটারী স্পেশাল, পিলগ্রিম স্পেশাল, বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন ইত্যাদি পরিচালনা করে। জরুরী প্রয়োজনে আন্তঃনগর ট্রেন সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও চালানো হয় ও প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অতিরিক্ত কোচ বিভিন্ন ট্রেনে সংযোজন করা হয়।
- আন্তঃনগর, মেইল, এক্সপ্রেস, কমিউটার ও লোকাল ট্রেন পরিচালনার জন্য রেলওয়ে সময়সূচী প্রণয়ন করে সে মোতাবেক এ সমস্ত ট্রেন পরিচালনা করে। সময়সূচী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার ছাড়াও স্টেশনের টাইম-টেবিল বোর্ডে-লিখিত থাকে।
- ট্রেনের সময়সূচী ইন্টারনেটের সাহায্যেও জানা যায়। ইন্টারনেটে রেলওয়ের ঠিকানা www.railway.gov.bd
- কোন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য কোন ট্রেনে, কোন শ্রেণীর ভাড়া কত তা স্টেশনের ভাড়ার তালিকা থেকে জানা যায়। মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে শীতাতপ ও প্রথমশ্রেণী এবং আন্তঃনগর ট্রেনের সকল শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট কম্পিউটারাইজ্ড সিস্টেমের আওতায় ভ্রমণের ০৫ দিন পূর্বে ক্রয় করা যায়।

(গ) যাত্রী সুবিধা ঃ

স্টেশনে ঃ

- বুকিং ও রিজার্ভেশন।
- ওয়েটিং রুম।
- প্লাটফর্ম ও প্লাটফর্ম সেড।
- বসার জন্য বেঞ্চ।
- টয়লেট সুবিধা।
- গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সমূহে যাত্রীদের জন্য রিফ্রেসমেন্ট রুমের ব্যবস্থা এবং হালকা নাস্তা ও খাবারের দোকান আছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এ সকল রিফ্রেসমেন্ট রুম ও খাবারের দোকানে খাবারের মূল্য তালিকা টানোনো থাকে।
- যাত্রী সাধারণের নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ফেনী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া স্টেশনে পাবলিক রিটায়রিং রুম আছে।
- পানীয় জল।
- রাত্রীকালীন বাতি।

ট্রেনেঃ

- ফ্যান।
- লাইট।
- টয়লেট (পানিসহ)।
- কুশনযুক্ত বসার আসন।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা।

যাত্রীদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল আন্তঃনগর ট্রেনে খাবার গাড়ী সংযোজন করা থাকে। যেখানে নির্ধারিত মূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়। করিডোরের মাধ্যমে ট্রেনের যে কোন প্রান্ত থেকে খাবারের গাড়িতে গিয়ে খাবার গ্রহণ করা যায়। যাত্রীদের সুবিধার্থে এ সকল খাবার গাড়িতে খাবারের মূল্য তালিকা টানানো থাকে।

- আন্তনগর ট্রেন সমূহে কন্ডাক্টর গার্ড ও এ্যাটেনডেন্ট।
- আন্তঃনগর ট্রেনে পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে রুচি সম্মত সংগীত পরিবেশন করার পাশাপাশি যাত্রীদের জ্ঞাতার্থে বিশেষ তথ্যাদি প্রচার এবং বিরতি স্টেশনের নাম উল্লেখপূর্বক স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ ও প্রস্থানের পূর্বে যাত্রী সাধারণকে অবহিত করা হয়।
- সকল আন্তঃনগর ট্রেনে এক প্রান্তে/ উভয় প্রান্তে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা আছে। দুই কোচের মধ্যবর্তী ভেস্টিবিউল ও করিডোরের মাধ্যমে যে কোন কোচের যাত্রী এ নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারেন।
- প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (কর্তব্যরত গার্ডের কাছে থাকে)।

(ঘ) যাত্রী তথ্য কেন্দ্রঃ

- যাত্রী সাধারণের ট্রেনের সময়সূচী, ভাড়া অন্যান্য তথ্যাবলী এবং দৈনন্দিন ট্রেন চলাচলের খবরাখবর জানার সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও খুলনা স্টেশনে অনুসন্ধান অফিস আছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সমূহে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেন যাওয়া আসার খবরাখবর সহ বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচার করা হয়।

(ঙ) অন্যান্য বিবিধ যাত্রী সুবিধাঃ

- প্রত্যেক স্টেশনে টিকিট বিক্রির জন্য এক বা একাধিক কাউন্টার থাকে। যে স্টেশনে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা নাই সে স্টেশনের যাত্রীগণ ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে টিকিট কিনে রেলে ভ্রমণ করতে পারেন।
- বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ দন্ডনীয় অপরাধ। রেলওয়ে আইনে বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের জন্য জেল ও জরিমানার বিধান আছে।
- একজন শীতাতপ শ্রেণীর যাত্রী ৫৬ কেজি, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ৩৭.৫ কেজি, শোভন শ্রেণীর যাত্রী ২৮ কেজি এবং সুলভ অথবা ২য় শ্রেণীর যাত্রী ২৩ কেজি মালামাল বিনা ভাড়ায় সংগে নিতে পারেন।
- অতিরিক্ত মালামাল থাকলে একজন যাত্রী মাশূল পরিশোধ সাপেক্ষে তা লাগেজ হিসেবে নিজ গন্তব্য পর্যন্ত নিতে পারেন। বড় বড় স্টেশন গুলোতে লাগেজ বুকিংয়ের জন্য আলাদা কাউন্টার রয়েছে।
- একজন যাত্রীর সঙ্গে ৩ (তিন) বছরের কম বয়সী শিশু বিনা ভাড়ায় ট্রেন ভ্রমণ করতে পারবে। ৩ (তিন) বছরের বেশি অথচ ১২ বছরের কম বয়সী যাত্রী সকল শ্রেণীতে দুই-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় রেল ভ্রমণ করতে পারবে। তবে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে ৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ৫০% ভাড়া দিয়ে যেকোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারে।
- বিভিন্ন সামরিক/আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ নিজ বিভাগ থেকে ওয়ারেন্ট নিয়ে স্টেশনে জমা দিয়ে রেলভ্রমণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।
- ছাত্র, বিএনসিসি, স্কাউট, গার্লস গাইডগণ রেয়াতী ভাড়ায় রেলভ্রমণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রযোজ্য নিয়মাবলী নিকটস্থ স্টেশন মাস্টার-এর নিকট থেকে জানা যাবে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণ বিনা ভাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং সনদধারী সকল প্রতিবন্ধী একজন সহগামীসহ ৫০% রেয়াতী ভাড়ায় আন্তঃনগর ট্রেনের শোভন ও সুলভ শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারবেন।

- মালামাল পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের অনেক ধরনের ওয়াগন আছে। ব্যবসায়ীগণ নিকটস্থ স্টেশন মাস্টার অথবা গুড্স সহকারীর নিকট থেকে মালামাল বোঝাইয়ের নিয়মাবলী ভাড়ার হার জেনে রেলযোগে মাল পরিবহণের সুযোগ নিতে পারেন।
- রেলযোগে অধিকহারে মালামাল পরিবহণের জন্য রেলওয়ে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সাইডিং সুবিধা দিয়ে থাকে।
- পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে মালামাল আমদানী ও ভারতে মালামাল রফতানীর জন্য বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে মালবাহী ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(চ) সেবা প্রদানের সময়সীমা ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবা দিন-রাত ২৪ ঘন্টাই কার্যকর থাকে। যাত্রী ও ব্যবসায়ীগণ নিকটস্থ স্টেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারেন।
- রেলওয়ের সেবা সাধারণতঃ ওয়ান টাইম হয়ে থাকে। তবে নিয়মিত ভ্রমণকারী যাত্রীগণ মাসিক টিকিট সংগ্রহ করে রেলভ্রমণ করতে পারেন। টিকিট সংগ্রহ করার পর থেকে গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত একজন যাত্রী রেল কর্তৃপক্ষের নিকট ট্রেনে সংরক্ষিত আসনের নিশ্চয়তা, চলন্ত ট্রেনে ভ্রমণের উপযুক্ত পরিবেশ, নিজের ও সঙ্গের মালামালের নিরাপত্তা দাবী করতে পারেন। একইভাবে একটি পণ্যের মালিকও তাঁর বোঝাইকৃত পণ্যের যথাযথ নিরাপত্তা দাবী করতে পারেন।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও রাত্রীকালীন যাত্রীবাহী ট্রেন সমূহে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রেলওয়ে পুলিশ নিয়োজিত থাকে।
- রেলওয়ের সম্পদ ও বুককৃত মালামালের নিরাপত্তার জন্য স্টেশন ও বিভিন্ন যাত্রীবাহী এবং মালবাহী ট্রেনে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত থাকে।

(ছ) যথাযথ সেবা না পেলে প্রতিকারের নিয়মাবলী ঃ

- ট্রেনের গার্ড ও স্টেশন মাস্টারের নিকট অভিযোগ বহি থাকে। ট্রেন চলাচল ও যাত্রী সেবা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা অভিযোগ বহিতে লিপিবদ্ধ করা যায়।
- কোন ট্রেন বাতিল হলে অগ্রীম টিকিট ক্রয়কারী যাত্রীকে টিকিটের পূর্ণমূল্য ফেরত দেয়া হয়। কোন যাত্রী নিজ থেকে যাত্রা বাতিল করলে নির্দিষ্টহারে ক্লার্কেজ চার্জ কর্তন সাপেক্ষে ভাড়ার টাকা ফেরত পেতে পারেন।
- কোন যাত্রীর নিকট বিক্রিত টিকিট অনুযায়ী আসনের ব্যবস্থা করা না গেলে তিনি নিজ ইচ্ছামাফিক খালি থাকা সাপেক্ষে উচ্চতর শ্রেণীতে টিকিট রূপান্তর করে রেলে ভ্রমণ করতে পারেন। নিম্নতর শ্রেণীতে ভ্রমণ করলে ভাড়ার পার্থক্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক দপ্তরে আবেদন করে ফেরত পেতে পারেন। প্রারম্ভিক স্টেশনে এরূপ ক্ষেত্রে যাত্রী ক্রয়কৃত টিকিট ফেরত দিয়ে পূর্ণ ভাড়া ফেরত নিতে পারেন।
- রেলওয়ের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কোন যাত্রী আহত অথবা নিহত হলে রেলওয়ে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।
- মালামালের ক্ষেত্রে ওজন, প্যাকিং ও গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে। রেলওয়ের কারণে বুককৃত মালামাল খোয়া গেলে, নষ্ট হলে প্রমাণ সাপেক্ষে বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা অথবা প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক দপ্তরে আবেদন করে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- কোন মালামাল রেলওয়ের কারণে গন্তব্যে পৌঁছানো না গেলে যে পর্যন্ত পরিবহণ করা হয়েছে সে পরিমাণ দূরত্বের ভাড়া ফেরত দেওয়ার বিধান আছে।
- মালামাল পৌঁছানের জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত না থাকলেও যথাসম্ভব দ্রুত গন্তব্যে মালামাল পৌঁছানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ রেলওয়ে সবসময় সচেষ্ট থাকে।

(জ) বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী সাধারণের নিকট নিম্নলিখিত সহযোগিতা কামনা করে ঃ

- যাত্রীদের ব্যবহার্য জিনিস সমূহ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রেল অঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- সহযাত্রী ও কর্তব্যরত রেল কর্মীদের সঙ্গে ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ করা।
- প্রকাশ্য ও নিষিদ্ধ স্থানে ধুমপান করা থেকে বিরত থাকা ও অন্যকেও বিরত রাখা যাতে সহযাত্রীদের অসুবিধা না হয়।
- টিকিট ক্রয়কালে সুশৃঙ্খল ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট ক্রয় করা।
- ভারী লাগেজ থাকলে তা বুক করে লাগেজ ভ্যানে দিয়ে নিরিবিলি ভ্রমণ করা।
- উপযুক্ত ও যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া ট্রেনের শিকল না টানা এবং শিকলের অপব্যবহার প্রতিহত করা।
- ট্রেনে নিষিদ্ধ, বিপদজনক ও দাহ্য পদার্থ নিয়ে ভ্রমণ না করা।
- অবৈধ ব্যক্তি, টাউট বা দুষ্ট লোকদের নিকট থেকে টিকেট ক্রয় না করে রেলওয়ের নির্ধারিত কাউন্টার থেকে টিকেট ক্রয় করা এবং এ ধরনের কাউকে দেখা গেলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- ক্রয়কৃত টিকেট অনুযায়ী নির্ধারিত ট্রেন, শ্রেণী ও আসনে আসন গ্রহণ এবং ভ্রমণ করা। নিম্ন-শ্রেণীর টিকেটে উচ্চ শ্রেণীতে, নির্ধারিত আসন ছাড়া অন্য আসনে বা এক ট্রেনের টিকেটে অন্য ট্রেনে ভ্রমণ না করা।
- ট্রেন টেশনে দাঁড়ানো অবস্থায় টয়লেট ব্যবহার না করা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে জাতীয় সম্পদ। ইহার অপব্যবহার, নষ্ট, হরণ ও তছরুফ প্রতিহত করা সকলের নাগরিক দায়িত্ব।

(ঝ) রেলওয়ের সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিকার লাভের জন্য নিম্নোক্ত দপ্তর সমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ

- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩৭)
- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩৮)
- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী, পাবনা।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩০)
- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩৬)
- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৪৩)
- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬২৬)
- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৫৫)
- বিভাগীয় ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৫০)
- স্টেশন ম্যানেজার, ঢাকা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬১২)
- স্টেশন ম্যানেজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৫৫০)
- স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৫৬)

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল কাঠামো

ক্রমিক	শ্রেণী	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
০১	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৫৪৮	৪২০	১২৮
০২	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৩৬৫	৮৪৩	৫১৩
০৩	৩য় শ্রেণী	২১৮৭৬	১৪৭৪১	৭১৩৫
০৪	৪র্থ শ্রেণী	১৬৪৮৪	১২০৫৬	৪৪২৮
০৫	**মোট**	**৪০২৬৪**	**২৮০৬০**	**১২২০৪**

লাকসাম-চিন্‌কি আস্তানা সেকশনের ডাবল ট্রাক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মুহুরীগঞ্জ স্টেশন ইয়ার্ড

২০১৪-২০১৫ সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও সাফল্য

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান মহাজোট সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে ব্যাপক কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। সুদীর্ঘ সময় বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টরটি অবহেলিত ছিল। ইতোপূর্বে ২৩ শে জুন ১৯৯৮ সালে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতুর ওপর রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার মাধ্যমে দেশের পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে তথা রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু চালুর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। পরবর্তীতে সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত জিওবি ও বৈদেশিক অর্থায়নে মোট ঃ ২৭৫১৮.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯ টি নতুন প্রকল্প এবং ২২৫৪১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বিগত সাড়ে ছয় বছরে গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে ৩৩টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কোন কোন প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শেষ হওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, কমিউটার ট্রেনসহ নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ, সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ রেলওয়েকে ঢেলে সাজাতে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং সাফল্যের বিবরণ এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (অনুন্নয়ন)

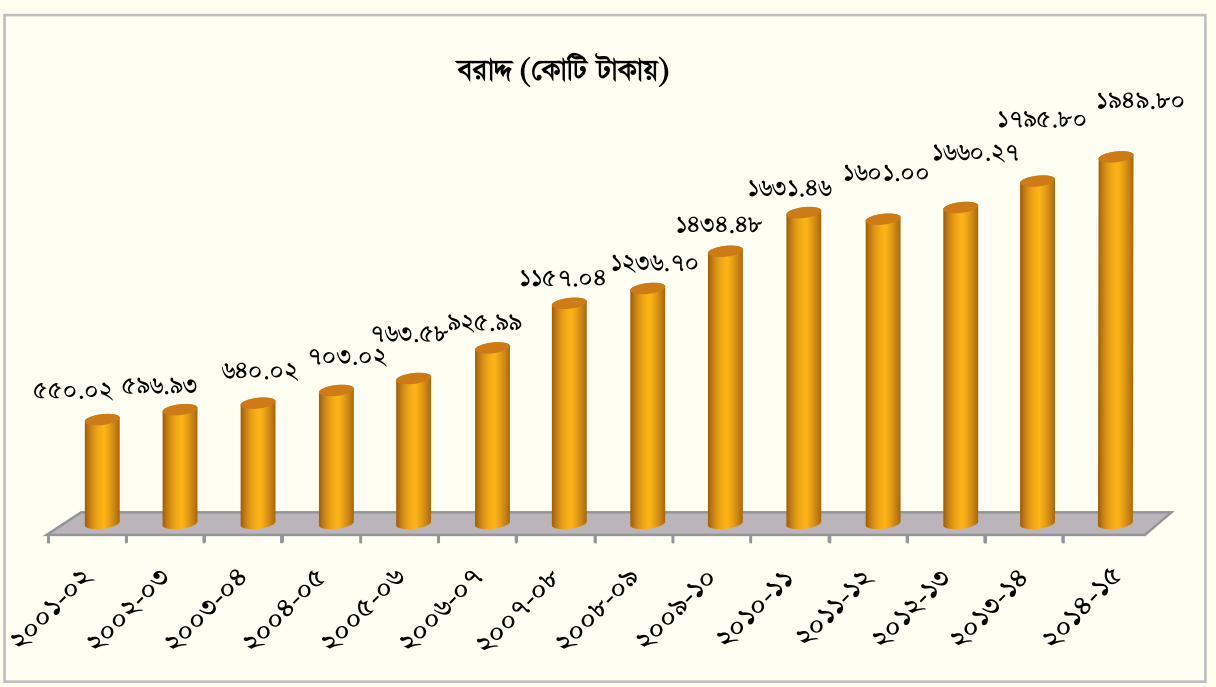

১। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ৮০৮৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। এছাড়া ১০০৬৪.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-২)।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপি'তে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে (পরিশিষ্ট-৩)। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বর্ণিত অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (আরএডিপি) ৩৪৪৯.৯৮ কোটি টাকা (জিওবিঃ ২৪০০.০০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ১০৪৯.৯৮ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (উন্নয়ন)

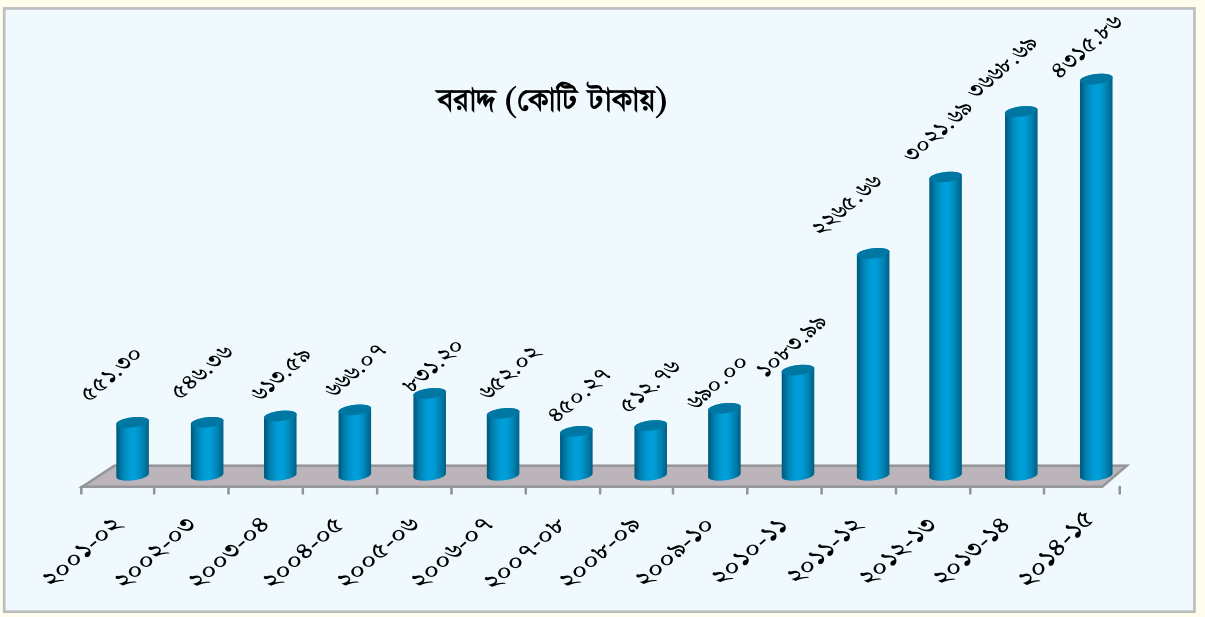

২। ২০১৪-১৫ সালে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হয়েছে:-

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং। (১ম সংশোধিত)
২	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ।
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান (সংশোধিত ১৬৫টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান) সংগ্রহ।
৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
৫	এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)।
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)।
৭	নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।
৮	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ১৭০ টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১ টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ।
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন।

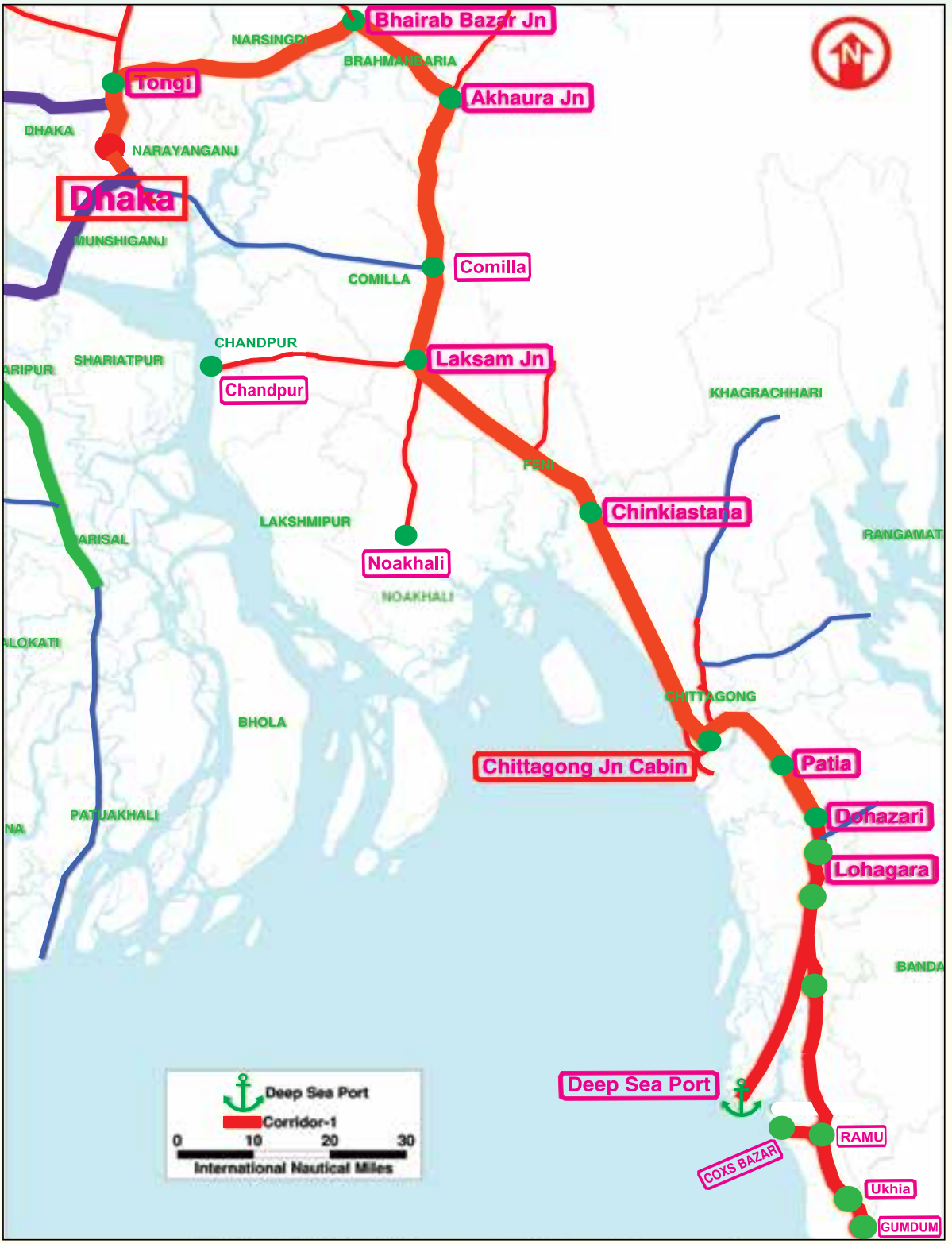

করিডোর ১ : ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-গভীর সমুদ্র বন্দর

(৩) রেলওয়ের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন চালু করার একটি বড় বাধা হল ডাবল লাইন না থাকা। বর্তমান সরকার এ জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে সম্পূর্ণরূপে ডাবল লাইনে উন্নীত করার পদেক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের দুরত্ব ৩২১ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১১৮ কিলোমিটার ডাবল লাইন বিদ্যমান ছিল। ২০১৪-১৫ সালে ২টি প্রকল্পের আওতায় লাকসাম-চিনকিআস্তানা সেকশনে ৩৬ কি:মি: সহ ৬১ কিলোমিটার এবং টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশন ৬২ কিলোমিটার এবং বর্তমানে ২ কিলোমিটারসহ ৬৪ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কাজেই ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ৩২১ কিলোমিটারের মধ্যে ২৪৩ কিলোমিটার ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল করছে।

২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণের চলমান ও সমাপ্ত কার্যক্রমসমূহের (সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট-৪) বিবরণী নিবে দেয়া হলোঃ

- বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন চালু করার একটি বড় বাধা হল ডাবল লাইন না থাকা। বর্তমান সরকার এজন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করেছে, যেমনঃ
- এডিবির অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ৬২ কিঃ মিঃ (৪২ কি:মি: মেইন লাইন এবং ২০ কি:মি: লুপ লাইন) ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- জাইকা এর অর্থায়নে চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৩৬ কিঃমিঃ (১৬ কি:মি: মেইন লাইন এবং ২০ কি:মি: লুপ লাইন) ডাবল লাইন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং এর আওতায় ১১ কি:মি: রেল লাইন পুনর্বাসন এবং ২.৮৭ কি:মি: নতুন রেল লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। মূল সেতু নির্মাণের জন্য যথাক্রমে ১০-৯-২০১৩ তারিখে ২য় ভৈরব সেতু এবং ২৬-০৯-২০১৩ তারিখে ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ঢাকা-টংগী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টংগী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। বিশদ প্রকৌশল ডিজাইন, দরপত্র প্রণয়ন ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি ০২.০৬.২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ৭২ কি:মি: ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩-১২-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের দরপত্র ০৪-০৫-২০১৫ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে।
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

(৪) রেলপথ সম্প্রসারণ ও নতুন রেলপথ নির্মাণ ঃ

- ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য মূল দরপত্র ১৬-০৩-২০১৫ তারিখে খোলা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।
- ঈশ্বরদী হতে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন ৭৮.৮০ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ৫ কি:মি: রেলপথ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
- কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৪১ কিঃ মিঃ নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।
- পুকুরিয়া-ভাঙ্গা পর্যন্ত ৬.৬০ কিঃ মিঃ রেলপথ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিঃ মিঃ ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান। আরডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে।
- দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও পদ্মা সংযোগ রেললাইন নির্মাণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রকল্পের সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা এবং ৪টি প্রকল্পের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।
- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে।
- দর্শনা-মুজিবনগর রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৫) রেলপথ পুনর্বাসন ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের ৯৪৮.০০ কিঃমিঃ রেলপথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিপরীতে ১৫৯.৬৬ কিঃ মিঃ (সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন ৯.৭৭ কিঃমিঃ, ষোলশহর-দোহাজারী-ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট ৩.৭৯ কি:মি:, চিনকি আস্তানা-আশুগঞ্জ ৯৬ কি:মি:, পাঁচুরিয়া-ভাঙ্গা ১৯.১০ কি:মি:, লাকসাম-চাঁদপুর সেকশন ২০ কি:মি:, চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড ১১.০০ কি:মি:) রেল লাইন পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্পের আরডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

(৬) রোলিং স্টক সংকট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিশেষ করে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের তীব্র সংকট রয়েছে। অধিকাংশ লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের অন্তরায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ
- সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে চীন হতে ২০ সেট (৩ ইউনিটে ১ সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) বা ডেমু ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত ডেমু দ্বারা বিভিন্ন রুটে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম সার্কুলার কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।
- সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের জন্য পুনঃ দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং মূল্যায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহের জন্য গত ২৭-১১-২০১৪ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ও ১৫/১২/২০১৪ তারিখ এলসি খোলা হয়েছে।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায়া ১২০টি বিজি কোচ সংগ্রহের জন্য গত ২১-০১-২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ও ২৩/০৩/২০১৫ তারিখ এলসি খোলা হয়েছে।
- টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং-এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এডিবি'র অর্থায়নে ২০০ টি এমজি এবং ৫০ টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের জন্য ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এডিবির অর্থায়নে ১০ টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের ডিপিপি অনুমোদনের কাজ চলমান।
- ইডিসিএফ-এর অর্থায়নে ১৫০ টি এমজি ক্যারেজ সংগ্রহের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- এডিবির অর্থায়নে দুর্ঘটনায় রিলিফ ট্রেনে ব্যবহারের জন্য জার্মানি হতে অত্যাধুনিক ২টি বিজি ও ২টি এমজি ক্রেন এবং ১টি সিমুলেটর সংগ্রহের ডিপিপি অনুমোদনের কাজ চলমান।

(৭) সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩ টি স্টেশন এবং লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ১১ টি এবং চট্টগ্রাম স্টেশন মোট ২৫ টি স্টেশনে সিগন্যালিং এবং ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া এডিবি অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১১টি স্টেশন, ইডিসিএফ দক্ষিণ কোরিয়া অর্থায়নে চিনকি আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১১টি স্টেশন, এডিবি অর্থায়নে দর্শনা-ঈশ্বরদী সেকশনে ১১টি স্টেশন, ঈশ্বরদী-জয়দবেপুর সেকশনের ৪ টি স্টেশন, আশুগঞ্জ-আখাউড়া সেকশনের ৩ টি স্টেশন মোট ৪০ টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

(৮) যানজট নিরসনে বাংলাদেশ রেলওয়েঃ

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরকে একুশ শতকের উপযোগী আধুনিক শহরে রূপান্তরসহ যানজট দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন এবং জয়দেবপুর-ঢাকা সেকশনে ৪ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকুড়গাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম শহরের চারিদিকে সার্কুলার কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। ঢাকা-টঙ্গী এর মধ্যে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের চারিদিকে সার্কুলার রেললাইন নির্মাণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

টঙ্গী হতে ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের নবনির্মিত দ্বিতীয় রেললাইনে ট্রেন চলাচলের শুভ উদ্বোধন

(৯) রেলওয়ের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

স্বাধীনতা পরবর্তী রেলওয়ের উন্নয়নে তেমন কোন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সময়ে সময়ে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে রেলওয়ের অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, রোলিংস্টক, কোচ, ওয়াগন ইত্যাদি সংগ্রহ কার্যক্রম যথাযথ এবং পরিকল্পিতভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অর্থাভাবে মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ যথাযথভাবে করতে না পারায় রেলপথ, সেতু ও সিগন্যালিং ব্যবস্থা জরাজীর্ণ ও ট্রেন চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অপর্যাপ্ত রোলিংস্টক দিয়ে ট্রেন সার্ভিস সচল রাখতে গিয়ে একদিকে যেমন সময়ানুগ ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনি রেলওয়ের যাত্রীসেবার মানও ঠিক রাখা যাচ্ছে না।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে রেল সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অক্টোবর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ সময়ে দেশব্যাপী রেলপথ ও রেল সম্পদের (লোকোমোটিভ, ক্যারেজ, রেলপথ, রেল সেতু, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সংকেত ও টেলিযোগাযোগ, স্টেশন বিল্ডিং ইত্যাদি) ওপর যে সহিংসতা ঘটে তাতে কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো রেলওয়ের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ রুটে ডাবল লাইন না থাকা;
- দীর্ঘপথে কার্গো পরিবহণ ক্যাপাসিটির অভাব;
- রেলওয়ের মার্কেটিং ও কর্পোরেট সেবার দুর্বলতা;
- অসম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ;
- স্টেশনসমূহে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে মাল্টিমোডাল পরিবহণ সুবিধা না থাকা;
- মাল্টিমোডাল পরিবহণ সুবিধাসহ পর্যাপ্ত আইসিডি না থাকা;
- রেলওয়ের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় হ্রাস পাওয়া;
- রেলওয়ের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় দক্ষতার অভাব;

(১০) নতুন ট্রেন চালুকরণ ঃ

২০০৯ সালের শুরু থেকে অদ্যাবধি আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ৯৮টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে এবং ২৬টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে।

সরকারি অর্থায়নে সংগৃহীত ডিইএমইউ কোচ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন। (কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন)

(১১) বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থার অর্থায়ন

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। এসকল সহযোগিতা মূলত: রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন/পুনর্বাসন, রোলিংস্টক ক্রয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সকল উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা রেলওয়েতে অর্থায়ন করেছে (অর্থের পরিমাণসহ) তাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন - ৬৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এডিবি কর্তৃক অর্থায়ন- ১১২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১১২২.৫ মিলিয়ন ঋণ এবং ৪.৫ মিলিয়ন গ্র্যান্ট); ইডিসিএফ (Economic Development Co-operation Fund)- ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্পে জাইকার- ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এছাড়া এডিবির ৪র্থ কিস্তিতে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

তাছাড়া এডিবি রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

ইরকন (ভারত)-এর সাথে খুলনা-মংলা রেল লাইন নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

(১২) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাইনস অব বিজনেস (এলওবি) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৪-১৫ সালে ১ম শ্রেণী পদে ৬ জন, ২য় শ্রেণি পদে ৬১ জন, ৩য় শ্রেণী পদে ৫১১ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদের বিপরীতে ৪৪০৫ জন সর্বমোট ৪৯৮৩ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।

(১৩) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আধুনিক যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান ৩০-৬-২০১৩ তারিখে অনুমোদন করেছে। মাস্টার প্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের জন্য ৭৬,৮৯০.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

সরকারী রেলপরিদর্শক কর্তৃক লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের ট্র্যাক পরিদর্শন (২০১৪)

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
১	বর্তমানে ৪৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে যে সকল প্রকল্প চলমান আছে ও শীঘ্রই যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে তাতে মোট ৯টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। অবশিষ্ট জেলাসমূহকে পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। এ লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ	• কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন করার পর হতে গোপালগঞ্জ জেলায় রেল সংযোগ চালু হয়েছে। যে সকল প্রকল্প চলমান আছে এবং অতি শীঘ্রই যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, সেগুলো ২০২০ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হলে নিম্নলিখিত ৯টি জেলা (মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, বরিশাল, বান্দরবান, কক্সবাজার ও নড়াইল) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। • বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যান (২০১০-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের পর শেরপুর, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি,পটুয়াখালী ও বরগুনা-এ ৫টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।
	১.১ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-কাশিয়ানী-টুঙ্গীপাড়া প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গোপালগঞ্জ জেলা রেল নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হবে।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • ইতোমধ্যে কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন শেষে গত ২০-০৮-২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। • মোট ২০২৩.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের আরডিপিপি গত ১৮-০৮-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। • বর্তমানে কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সেকশনের কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৪৬.০৮%।
	১.২ খুলনা-মংলা রেলপথ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।	• খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কি.মি. নতুন ব্রড গেজ রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন (এলওসি) এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৩৮০১.৬১ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্যঃ ২৩৭১.৩৫ কোটি টাকা) ব্যয়ে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি গত ২৬-০৫-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। • প্রকল্পের আওতায় রূপসা নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণের জন্য গত ২৪-০৮-২০১৫ তারিখে এবং ট্র্যাক নির্মাণের জন্য গত ২০-১০-২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কাজ চলমান রয়েছে। • উল্লেখ্য, রূপসা ব্রীজ নির্মাণের চুক্তিপত্রের উপর অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান Exim Bank, India এর সম্মতি গ্রহণের জন্য ২৮-০৯-২০১৫ তারিখে ইআরডির মাধ্যম Exim Bank, India-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। Exim Bank, India এর Query পত্রের জবাব রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ১৫-১২-২০১৫ তারিখে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত চুক্তিপত্রের উপর এখনো Exim Bank, India-এর সম্মতি না পাওয়ার কারণে রূপসা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
		• এছাড়া, খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের চুক্তিপত্রটির উপর অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান Exim Bank, India এর সম্মতি গ্রহণের জন্য ২৬-১০-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং পরবর্তীতে ইআরডিতে প্রেরিত হয়। ইআরডি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্রের উপর ১ম Query পত্রের উপর জবাব তৈরী করে ইআরডিতে প্রেরিত হয় এবং ইআরডি হতে ১৯-১২-২০১৫ তারিখে Exim Bank, India তে প্রেরণের লক্ষ্যে ভারতীয় দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়। অধিকন্তু, Exim Bank, India কর্তৃক চাহিত কিছু ডকুমেন্ট গত ২৪-০১-২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখনো Exim Bank, India থেকে উক্ত চুক্তিপত্রের উপর সম্মতি না পাওয়ার কারণে রেল লাইন নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।
	১.৪ নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সাতক্ষীরা জেলা রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে।	• জিওবি অর্থায়নে ১১.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের Final Study Report ডিসেম্বর ২০১৪ তে দাখিল করা হয়। Final Study Report অনুসারে নাভারণ হতে সাতক্ষীরা এবং সাতক্ষীরা হতে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জন্য পৃথক খসড়া ডিপিপি অনুযায়ী যথাক্রমে ১৬৫৭.২৪ কোটি টাকা ও ২৬৩৫.৩৭ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। বৃহৎ এ প্রকল্প দু'টি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে না বিধায় বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২০-০৯-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	১.৫ দর্শনা হতে দামুরহুদা হয়ে মুজিবনগর এবং মেহেরপুর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মেহেরপুর জেলা রেল নেটওয়ার্কভুক্ত হবে।	• চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন রেল লাইন নির্মাণের জন্য দর্শনা হতে মুজিবনগর হয়ে দামুরহুদা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভা এবং ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ২৬-১০-২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১৩-০১-২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের দর হালনাগাদ করে এবং ৬০ কেজি রেল এর সংস্থান রেখে ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুর্নগঠন করে গত ২০-০৫-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশন হতে সর্বশেষ গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে এরূপ একটি বৃহৎ প্রকল্প জিওবি অর্থায়নের পরিবর্তে বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২৪-০৮-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং গত ২৯-১০-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডিপিপিটি গত ২১-০১-২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়ন নিশ্চিত হলে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
	১.৬ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-১ (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা)এবং পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-২ (ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর) সমন্বিতভাবে "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" নামে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জ,মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও নড়াইল- এ চারটি জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।	• এডিবির অর্থায়নে চলমান টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর সাব-রিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় Feasibility Study, Detail Design and Tendering Service-এর কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্পের ডিপিপি গত ২২-১২-২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৩-০১-২০১৫ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। • প্রকল্পের পিডিপিপি গত ০৪-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড-এর সাথে ২৮-০১-২০১৫ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে Financial Offer নেগোসিয়েশন করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৭-১২-২০১৫ তারিখে Commercial Contract Negotiation সম্পন্ন করতঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেছে, যা গত ৩০-১২-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • নেগোশিয়েশনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২	বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিম ২টি অঞ্চলে বিভক্ত। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাকশি এবং লালমনিরহাট এই ৪টি অপারেটিং ডিভিশন আছে। বিদ্যমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অপারেশনাল বিষয় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এ পর্যায়ে আরও ২টি নতুন জোন সৃষ্টির বিষয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।	• যুগ্ম-সচিব (ভূমি), যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিকাল), পরিচালক (সংস্থাপন) এবং পরিচালক (প্রকৌশল) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। • বর্ণিত বিষয়ে কমিটির প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। • বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রতিবেদনটি সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক গত ১০-০৯-২০১৫ তারিখে বিদ্যমান দুইটি অঞ্চল বহাল রেখে বর্তমান ৪টি অপারেটিং বিভাগের সাথে অতিরিক্ত দুইটি অপারেটিং বিভাগ (ময়মনসিংহ ও খুলনা) সৃষ্টির প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ২৮-১১-২০১৫ তারিখে বিদ্যমান ২টি অঞ্চলের স্থলে ৪টি অঞ্চল এবং ৪টি অপারেটিং বিভাগের স্থলে ৮টি অপারেটিং বিভাগ সৃষ্টির সংশোধিত প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
৩	বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	• বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেল সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের পিডিপিপি গত ০৮.০৫.২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। • গত ১৯.০২.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৩.০৩.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • ৩০.০৬.২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের পদ ও জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • JICA প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে JICA Contact Mission-এর সাথে এ যাবৎ ৩টি Minutes of Discussion স্বাক্ষরিত হয়েছে। • জাইকা প্রকল্পের Supplemental Survey করার জন্য "Chodai Group" কে নিয়োজিত করেছে। Chodai Group-এর Consultant ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে Inception Report জমা দিয়েছে। জাইকা এবং Consultant ০১.০৭.২০১৫ হতে ০২.০৭.২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে।
৪	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে লোকোমোটিভ ও যাত্রিবাহী কোচের তীব্র সংকট রয়েছে। অধিকাংশ লোকোমোটিভ ও যাত্রিবাহী কোচের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রম:	
	৪.১ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	• এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে গত ২৭-১১-২০১৪ তারিখে প্রকল্পের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও ১৫-১২-২০১৪ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। • আগামী মার্চ২০১৬ হতে পর্যায়ক্রমে কোচগুলো সরবরাহ শুরু হবে।
	৪.২ ভারতীয় LOC অর্থায়নে ১২০টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• ১২০টি ব্রড গেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের প্রকল্পটি গত ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • গত ২১-০১-২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর এবং ২৩-৩-২০১৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। • আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে পর্যায়ক্রমে কোচগুলোর সরবরাহ শুরু হবে।
	৪.৩ সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পূর্বে আহবানকৃত দরপত্র বাতিল হওয়ায় প্রকল্পটির বিপরীতে গত ২২-১২-২০১৪ তারিখে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়। গত ৩১-০৫-২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে দরপত্র (Financial Offer) মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
	৪.৪ পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ আধুনিকায়নের প্রকল্পটি জাপান সরকারের ডিআরজিএ এবং ডিআরজিএ-সিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । প্রকল্পটির আরডিপিপি গত ২০-০১-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • পূর্ত কাজের জন্য ২টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০-০৯-২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওয়ার্কশপের প্ল্যান্টস ও মেশিনারী সংগ্রহের দরপত্রের প্যাকেজটি গত ১৪-০৬-২০১৫ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু দরদাতা টেকনিক্যালি নন-রেসপনসিভ হওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। পুনরায় গত ০৫-০১-২০১৬ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
	৪.৫ জিওবি অর্থায়নে ৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রিবাহী কোচ পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• জিওবি অর্থায়নে ৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রিবাহী কোচ পুনর্বাসনের ডিপিপি গত ০৩-০২-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় ২৫টি বিজি ও ২৫টি এমজি কোচ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামতের লক্ষ্যে যথাক্রমে গত ২৬-১১-২০১৫ এবং ১৯-১১-২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কোচ পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • অবশিষ্ট ২৫টি এমজি এবং ২৫টি বিজি যাত্রিবাহী কোচ পুনর্বাসন কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে।
	৪.৬ টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং-এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	• টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং-এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১২-০২-২০১৩ তারিখে বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়ে ইআরডির মতামত সংযোজনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। • ইতোমধ্যে আহ্বানকৃত দরপত্রের Tender Validity Period ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ বার বৃদ্ধি করা হয়েছে। সর্বশেষ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক রেসপনসিভ দরদাতার দরের ওপর ইআরডির মতামত অনুসারে ডিপিপি গত ২২-১০-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • সর্বশেষ পুনর্গঠিত ডিপিপির ওপর গত ২৫-১১-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন করতঃ গত ০৩-০১-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	৪.৭ ২০০ টি এমজি ও ৫০ টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ, ১০টি এমজি লোকোমোটিভ, ২টি এমজি ও ২টি বিজি ক্রেন এবং একটি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ।	• এডিবি অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য এমজি ও বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ" এবং "বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, ক্রেন ও সিমুলেটর সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ২০০ টি এমজি ও ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ, ১০টি এমজি লোকোমোটিভ, ২টি এমজি ও ২টি বিজি ক্রেন এবং ১ টি সিমুলেটর সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। • ADB Country Consultation Mission (1-15 March 2015) এর Aide Memoire অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক সংগ্রহের জন্য ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
		• আলোচ্য প্রকল্প দু'টির ডিপিপি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের ওপর গত ২৩-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৬-০৯-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে ডিপিপির ওপর কিছু সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে কোচ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্পটি "বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটার গেজ ও ব্রড গেজ ক্যারেজ সংগ্রহ" শীর্ষক পরিবর্তিত শিরোনামে এবং লোকোমোটিভ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্পটি "বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, রিলিফ ক্রেন ও লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ" শীর্ষক পরিবর্তিত শিরোনামে পুনর্গঠিত ডিপিপি দুটি গত ১০-১১-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। • বর্তমানে প্রকল্পের বিপরীতে বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
	৪.৮ ইডিসিএফ-এর অর্থায়নে ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী কোচ ও ২০টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়া কার্যক্রমের আওতায় এক্সিম ব্যাংক-এর প্রতিনিধি কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে।	• ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়া অর্থায়নে ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী কোচ ও ২০টি লোকোমোটিভ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ শুরু করা হবে।
৫	৫.১ লাকসাম-আখাউড়া ডুয়েল গেজ রেললাইন (৭২ কি.মি.) নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের জন্য একনেক অনুবিভাগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• লাকসাম-আখাউড়া ডুয়েল গেজ রেললাইন (৭২ কি.মি.) নির্মাণ প্রকল্পটি গত ২৩-১২-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় গত ০৪-০৫-২০১৫ তারিখে ট্র্যাক নির্মাণের দরপত্র আহবান এবং ২৭-০৭-২০১৫ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে যা বর্তমানে মূল্যায়নাধীন আছে। • প্রকল্পের রিসেটেলমেন্ট কাজের এনজিও নিয়োগের EOI গত ১৫-০৪-২০১৫ তারিখে আহবান করা হয় এবং যোগ্য বিবেচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১০-০১-২০১৬ তারিখে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। • Construction Supervision Consultant (CSC) নিয়োগের জন্য ADB কর্তৃক ইস্যুকৃত RFP মূল্যায়ন শেষে ক্রয় প্রস্তাব গত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিজিপি)'র সভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং অনুমোদনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। • Project Management Consultant নিয়োগের আর্থিক প্রস্তাব Negotiation-এর জন্য আগামী ০৩-০২-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য PEC'র সভায় উপস্থাপন করা হবে। • ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।
	৫.২ ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ৪৮.৪০ কি.মি. ৩য় ও ৪র্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ১২.২৮ কি.মি. ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।	• এলওসি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ৪৮.৪০ কি.মি. ৩য় ও ৪র্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ১২.২৮ কি.মি. ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ১৪-১০-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের কনসালটেন্সি কাজের জন্য গত ০২-০৬-২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তির অনুকূলে গত ১৮-০১-২০১৬ তারিখে Exim Bank of India এর Concurrence পাওয়া গেছে এবং প্রকল্পের কনসালটেন্সি কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
	৫.৩ ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের অবশিষ্ট অংশ ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য জুন-২০১৫ এর মধ্যে টিপিপি-ডিপিপি প্রণয়ন।	• এডিবি অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের অবশিষ্ট অংশ ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য "ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প"-শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ওপর গত ২৩-০৭-২০১৫ তারিখে বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত টিপিপি গত ২২-০৯-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সুপারিশ মোতাবেক প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে এডিবি'র অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।
৬	রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	• রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (RNB) ও সরকারী রেলওয়ে পুলিশ (GRP) কে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশের জন্য দুটি নতুন জেলা সৃষ্টিসহ একটি নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একটি আইনের খসড়া ইতোমধ্যে মন্ত্রী পরিষদ কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রী পরিষদ কমিটির নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান ১০ম জাতীয় সংসদের চলমান ৯ম অধিবেশনে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন ২০০৬ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করা হয়েছে। • রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্ক্যানার মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে • যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের কমলাপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, শায়েস্তাগঞ্জ, ময়মনসিংহ, আখাউড়া, কুমিল্লা, ভৈরব বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জয়দেবপুর, জামালপুর এবং রাজশাহী, দর্শনা, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, লাকসাম, পার্বতীপুর, বগুড়া ও গাইবান্ধা স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও দুই অঞ্চলের যে সকল স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে স্টেশনগুলোকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনার ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিউটার ট্রেন চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	• যাত্রী সাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার মোট ৯৬টি নতুন ট্রেন চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউটার ট্রেন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কমিউটার ট্রেনগুলোতে ইতঃপূর্বে চীন হতে সংগৃহীত ২০ সেট ডেমু ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কয়েকটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোচ সংগ্রহের পর আগামীতে ঢাকা-টাঙ্গাইল সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রুটে কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। • ঢাকা-কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের মধ্যে কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে ২ সেট ডেমু ক্রয়ের একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৩-০৩-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
৮	এভিয়েশন ফুয়েল (জেট ফুয়েল) পরিবহন।	• এভিয়েশন ফুয়েল (জেট ফুয়েল) পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ৮১টি মিটার গেজ ওয়াগন ক্রয় করে। কিন্তু বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক এই সময়ে জেট ফুয়েল পরিবহনের চাহিদা না থাকায় ৫৪ টি ট্যাংক ওয়াগন দ্বারা অন্যান্য জ্বালানী (ডিজেল) পরিবহন করা হচ্ছে। বিপিসি'র অনুরোধক্রমে অবশিষ্ট ২৭ টি ওয়াগন জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য রাখা আছে।
৯	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ করতঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রড গেজ ও মিটার গেজ সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃনগর, মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত আছে। ভবিষ্যতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকসংখ্যক লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করা হবে। • উল্লেখ্য যে, পূর্বাঞ্চল রেলওয়েতে ৪৫টি মিটার গেজ লাগেজ ভ্যানের মধ্যে ১৫ টি সচল আছে এবং এগুলো দ্বারা মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩০ টি লাগেজ ভ্যান মেরামত সম্পন্ন হলে চাহিদানুসারে ট্রেনসমূহে সংযুক্ত করা হবে। • অধিকন্তু, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য আরও ৭৫টি মিটার গেজ লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো বৃদ্ধিকরণ।	• প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো তৈরির ব্যাপারে বাংলাদেশ রেলওয়ের রিফর্ম প্রকল্পের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PWC কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। • পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PWC কর্তৃক Draft Final Report ফাইন টিউনিং-এর কাজ চলছে, যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।
১১	রাজবাড়ীতে একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ প্রকল্প।	• চীনা অর্থায়নে রাজবাড়ীতে একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইতোমধ্যে নির্দেশনা পাওয়া গেছে। • এ পর্যায়ে "ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ রাজবাড়ীতে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্পের পিডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২০-০৪-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পিডিপিপি'র ওপর পরিকল্পনা কমিশন হতে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্যাদির জবাব গত ০৮-০৯-২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। • এছাড়াও Asian Infrastucture Investment Bank এর অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১২	দেশের বন্ধ হওয়া রেললাইনের তালিকা প্রণয়ন করে আগামী এক মাসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে বন্ধ রেল লাইনসমূহ চালুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন গত ২০-০৮-২০১৩ তারিখে এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন শেষে গত ২৮-০১-২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। • বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশের পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তরের জন্য জেডিসিএফ অর্থায়নে মোট ১০৬৪.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রড গেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্প গত ১৫-০৪-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
১৩	কুমিল্লা/লাকসাম হয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডাবল ট্র্যাক স্ট্যান্ডার্ড গেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণ।	• প্রকল্পটি চীন সরকারের অর্থায়নে জি টু জি (G to G) ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য China Railway ErYuan Engineering Group Co. LTD. এর সাথে ১১-০৮-২০১৪ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। • উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি Pre-feasibility Study Report দাখিল করা হয়েছে। • প্রকল্পটির PDPP ১৯-০৩-২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে প্রস্তুতকৃত চীন সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকল্প তালিকায় আলোচ্য প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত।
১৪	১৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটার গেজ লাইনের সমান্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটার গেজ সিংগেল লাইনের সমান্তরালে ডুয়েল গেজ নতুন একটি রেল লাইন নির্মাণ করার জন্য জাপান সরকারের Debt Relief Grant Assisstance-Counter Part Fund (DRGA-CF) অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি গত ২০-০১-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বিপরীতে কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য প্রি-কোয়ালিফিকেশন দরপত্রের মাধ্যমে ০৪টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরী করে RFP মূল্যায়নের কাজ সমাপনান্তে কনসালটেন্ট নিয়োগের প্রস্তাব গত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিজিপি)'র সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদনের পত্র প্রাপ্তির পর NOA জারি করা হবে।
১৫	১৫ বর্তমানে ভারতের সাথে দর্শনা-গেদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল, রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ রুটে রেল যোগাযোগ চালু আছে। প্রতিবেশী অন্যান্য দেশসমূহের সাথে রেল সংযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে মিসিং লিংক (Missing Link) সমূহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	• বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের নিম্নলিখিত ৩টি রুট অন্তর্ভুক্ত আছে: টার-রুট ১: গেদে(ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু-জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার। সাব-টঙ্গী-ঢাকা। সাব-রুটঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর। টার-রুট ২: সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট-সাব-রুট । টার-রুট ৩: রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর- ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট-সাব-রুট । • দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটার গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। • সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন শেষে গত ২৮.০১.২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। • পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রড গেজে রূপান্তরঃ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশের পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজ এ রূপান্তরের জন্য জেডিসিএফ অর্থায়নে মোট ১০৬৪.১৫ কোটি

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
		টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রড গেজে রূপান্তর"-শীর্ষক প্রকল্প গত ১৫.০৪.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৫.৪৫%। আগামী জুন ২০১৬ নাগাদ প্রকল্পের বাস্তব কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এরপর বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল শুরু করা যাবে। • ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। • পর্যায়ক্রমে ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া অন্যান্য রেল সংযোগ লাইনসমূহ চালুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। • প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের সাথে রেল সংযোগ চালুর জন্য মিসিং লিংক (Missing Link) সমূহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • ইতোমধ্যে "আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেল সংযোগ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ও ডিপিআর প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপি ১২-০১-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ভারতীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২৮-০১-২০১৫ তারিখে ইআরডিকে অনুরোধ করা হয়েছে। পুনরায়, ভারত সরকারের সম্মতি প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০৮-০৭-২০১৫ তারিখে ইআরডি হতে ভারতীয় হাই কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
১৬	পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত আপাতত ভাঙ্গা হতে বরিশাল পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	• মংলা বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন করতে খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ব্রড গেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন (এলওসি) এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। • পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগের জন্য প্রাথমিকভাবে ভাঙ্গা হতে বরিশাল পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের জন্য একটি সমীক্ষা প্রস্তাব প্রস্তুতকরতঃ ১৬-০৩-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর ২৬-০৪-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত সমীক্ষা প্রস্তাব ২৯-০৬-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগের জন্য ভাঙ্গা হতে বরিশাল পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ এবং বরিশাল হতে পায়রা সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের পিডিপিপি পর্নগঠন করতঃ গত ০৩-০১-২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে এবং বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের জন্য ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
১৭	২০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানে মোট ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৭ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব।	• ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৭ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবকৃত ৬৭ টি প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৬৮৯০.৫১ কোটি টাকা। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৮৫৬ কি.মি. নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ১১১০ কি.মি. ডুয়েল গেজ দ্বৈত লাইন নির্মাণ, ৭২৫ কি.মি. রেল লাইন পুনর্বাসন, রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর মানোন্নয়ন, এবং ১০০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর, ৪টি রিলিফ ক্রেন ও ১১২০টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, ৬২৪টি কোচ পুনর্বাসন, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুপমেন্টস সংগ্রহ, ৮১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
১৮	ঢাকার চতুষ্পার্শ্বে সার্কুলার ট্রেন চালুর জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে একটি টিপিপি প্রণয়ন।	• ঢাকা শহরের চতুষ্পার্শ্বে সার্কুলার ট্রেন চালুর জন্য ০১-০৭-২০১৫ হতে ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে মোট ২৯৩২.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "ঢাকা শহরের চতুষ্পার্শ্বে সার্কুলার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের জন্য একটি স্টাডি/সার্ভে প্রস্তাব প্রণয়ন করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ১৮-০৩-২০১৫ তারিখে উক্ত প্রস্তাবের ওপর প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনগর্ঠিত স্টাডি/সার্ভে প্রস্তাব গত ২৯-০৬-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • গত ০৫-০৮-২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন ট্রেন চলাচলের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

(১৩) Public Private Partnership (PPP) প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
১	ঢাকার কমলাপুরে রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন অব্যবহৃত জমির ওপর ৫০ আসনের একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৫০ আসনের একটি নার্সিং ইনিস্টিটিউ স্থাপন এবং বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।	Transaction Advisor-নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
২	চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন অব্যবহৃত জমির ওপর ৫০ আসনের একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৫০ আসনের একটি নার্সিং ইনিস্টিটিউ স্থাপন এবং বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।	• CCEA's approval obtained on 14.8.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 28.10.2013 • Contract Agreement with transaction Advisor (TA) signed on 09-04-2015. Feasibility Study is going on by the TA.
৩	খুলনায় অব্যবহৃত জমির ওপর একটি নতুন আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	• CCEA's approval obtained on 14.8.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 28.10.2013.
৪	নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন অব্যবহৃত জমির ওপর ৫০ আসনের একটি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।	• CCEA's approval obtained on 14.8.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 28.10.2013.
৫	পাবনা জেলার পাকশী রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন অব্যবহৃত জমির ওপর ৫০ আসনের একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।	• CCEA's approval obtained on 14.8.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 28.10.2013.
৬	চট্টগ্রাম রেলওয়ে পে এন্ড ক্যাশ অফিসের পূর্ব পার্শ্বে রেলওয়ের অব্যবহৃত জমির ওপর একটি শপিংমল কাম-গেস্ট হাউস নির্মাণ।	• CCEA's approval obtained on 29.12.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 01.04.2014 • Contract Agreement with Transaction Advisor signed on 19-05-2015. • Feasibility Study is going on by the TA. • Technical part of the FS has been completed and financial part of the FS is not completed yet.
৭	কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে রেস্ট হাউসের পূর্ব পার্শ্বে রেলওয়ের অব্যবহৃত জমির ওপর একটি শপিংমল কাম-গেস্ট হাউস নির্মাণ।	• CCEA's approval obtained on 29.12.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 27.5.2014. • Contract Agreement with transaction Advisor signed on 19-05-2015. • Feasibility Study is going on by the TA. • Whole rail way land for the project is a pond/swamp.

ক্রমিক	গৃহীত কার্যক্রম	অগ্রগতি
৮	খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে রেলওয়ের অব্যবহৃত জমির ওপর একটি শপিংমল কাম-গেস্ট হাউস নির্মাণ।	• CCEA's approval obtained on 27.8.2014. • On 23.9.2014. PPPTAF Application Form sent to PPP office • Contract Agreement with Transaction Advisor signed on 19-05-2015. • Feasibility Study is going on by the TA. • Some local people inhibited TA to conduct soil test. • 0.548 acres of railway land of the project area has been recorded in favour of KCC and action has been under taken to rectify the land record.
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবহৃত ভূমির ওপর চট্টগ্রামে একটি পাঁচ তারকা হেটোল (আন্তর্জাতিক মানের) নির্মাণ	• CCEA's approval obtained on 14.11.2013. • Preparation of RFQ Document for Investment Procurement is completed. • RFQ has been invited and last submission date is 14. 01.2016
১০	ধীরাশ্রম রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে একটি নতুন আইসিডি নির্মাণ ।	• CCEA's approval obtained on 14.08.2013. • PPPTAF Application Form sent to PPP Office on 04.11.2013. • RFP issued on 26.04.15 for Appointment of Transaction Advisor. • Technical Evaluation Complete and Financial offer opened on 21.12.2015.
১১	রেলভূমির উপর ঢাকায় একটি পাঁচ তারকা হোটেল ও শপিং মল নির্মাণ	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পিপিপি অফিসে প্রেরণের নিমিত্ত প্রকল্প প্রস্তাবটি গত ১৪-৮-২০১২ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরণ করা হয়। • গত ০৯-৯-২০১২ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পিপিপি অফিসে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখনও CCEA এর অনুমোদন পাওয়া যায়নি। • গত ২৪-১১-২০১৩ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের সভাপতিত্বে পিপিপি অফিস এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ এবং ইতোমধ্যে নির্মিত কুড়িল ফ্লাইওভারের কারণে জায়গাটি পাঁচতারকা হোটেল নির্মাণ করার উপযুক্ত নাও হতে পারে। তাই, আপাতত পাঁচতারকা হোটেল নির্মাণের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

(পরিশিষ্ট-১)

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ (০১-০৭-২০১৪ হতে ৩১-১২-২০১৭)।	১৬-০৯-২০১৪	১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ	২৬৫৩৩.৬৪	৭১০৬৩.০০	৯৭৫৯৬.৬৪
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈশ্বরদী-জয়দেবপুর সেকশনের ৪টি স্টেশনে নবনির্মিত ৩য় লাইনগুলোতে কম্পিউটার বেইজড ইন্টারলকিং কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। (০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৬)।	১৬-০৯-২০১৪	৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা।	২১৩৯.৩৮	০.০০	২১৩৯.৩৮
৩	সাসেক রেল যোগাযোগ বিনিয়োগ কার্যক্রমের জন্য কারিগরী সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১০-১২-২০১৪ হতে ২৮-০২-২০১৬)।	১১-১২-২০১৪		৩৮৩.০০	১১৬১.১৫	১৫৪৪.১৫
৪	আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে (০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০২০) ডুয়েলগেজে রূপান্তর।	২৩-১২-২০১৪	৭২ কিঃ মিঃ রেল লাইন	১০২৬৬৬.২২	৫৪৭৭৮৮.২৮	৬৫০৪৫৪.৫০
৫	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি (০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ।	২০-০১-২০১৫	২১ কিঃ মিঃ রেল লাইন	১২৯১১.০৬	২৪৯৫৪.৫১	৩৭৮৬৫.৫৭
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের আমনুরা বাইপাস নির্মাণ। (০১-০১-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭)।	১৫-০১-২০১৫	২ কিলোমিটার বাইপাস নির্মাণ।	২১১৪.৭১	০.০০	২১১৪.৭১
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫০টি এমজি ও ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	০৩-০২-২০১৫	৫০ এমজি ও ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন।	৭১৮১.৩৬	০.০০	৪৯৩৩.৯৫
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মানোন্নয়ন	২৫-০৬-২০১৫	৩৪৬টি লেভেল ক্রসিং গেইট	৪৯৩৩.৯৫	০.০০	৭১৮১.৩৬
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মানোন্নয়ন	২৫-০৬-২০১৫	৩৭৭ টি লেভেল ক্রসিং গেইট	৪৭৮৪.২৬	০.০০	৪৭৮৪.২৬

(পরিশিষ্ট-২)

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
			জিওবি	পিএ	মোট
১	বাংলাদেশ রেলওয়ের সিগন্যালিংসহ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-২০১৬)	১৪-১০-২০১৪	২০১৬.৬৭	৯০২৬৩.৪১	১১০৬৮০.০৮
২	সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	২০-১১-২০০৪	৩৮৯৫২.৫৩	১৮২৩০৮.৮৪	২২১২৬১.৩৭
৩	লাকসাম এবং চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	২২-১১-২০১৪	১১৫৭৯৮.৭৫	৫৯০৬৯.০৫	১৭৪৮৬৭.৮০
৪	পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১৭)।	২০-০১-২০১৫	১৩১৩৮.৭০	৮৬৫০.০০	২১৭৮৮.৭০
৫	চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন রিমডেলিং (২য় সংশোধিত)। (০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	২৫-০২-২০১৫	২০২৪৯.৯৭	৫৯৬৭.০৯	২৬২১৭.০৬
৬	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। (১ম সংশোধিত)। পর্যন্ত (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৮)।	২৬-০৫-২০১৫	১৪৪৩৭০.৩৫	২৩৯৩৭২.১১	৩৮৩৭৪২.৩৬
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পূনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৭)।	২৬-০৫-২০১৫	১২২৫২.০৩	৫৫৫৯৮.৭৬	৬৭৮৫০.৭৯

মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ঘরমুখো যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন